TOO LATE

Registered No. [illegible]

অমৃতবাজার পত্রিকা

৬ঠ ভাগ { কলিকাতাঃ— ২০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, সন [illegible] সাল। [illegible] ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ১২শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

জমিদারি বিক্রয়।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা বীরভূম সামিল ১৬ নং তৈজী জমিদারি লাট মহেশ্বর পুরের রকম ।/৫ আনা চিহ্নিত ইলাম বাজার গ্রাম সহ ২২ মৌজা যাহা ৯নয় তোকে পত্তনি বন্দবস্ত আছে, উক্ত অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ শানবার ইংরাজি ৩১এ মে বেলা দুই প্রহরের সময় আমাদের কুটি ইলাম বাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকে তৎকালে রোবা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমগ্র পোণের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

পত্তনিদার দিগের নিকট আদায়	৬৫৫৬৶১
বাদ সদরমালগুজারি	৪২৩৪/৭
বাকি মুনফা	২৩২২/৬

Erskine & Co.
বাংশ্রীএর্স্কীন এণ্ড কোং
মোং ইলাম বাজার
বৌনপুর রেলওয়ে
ষ্টেশন।

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

বাল চিকিৎসা।

১ম খণ্ড— মূল্য ডাক মাশুল সহ ৫।।০ টাকা দুই শতাধিক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রিস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ সহিত ৫০০ পৃষ্ঠায় অতি সরল ভাষায়, নেটীভ্‌ ডাক্তার এবং গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সব্‌ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। দুই আনা ডাক মাশুল পাঠাইলে সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
লালবাজার, হিন্দুহষ্টেল।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০ আনা।

[illegible] উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর [illegible] র ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন [illegible] র নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা [illegible]

বিডন স্কোয়ারের উত্তর [illegible]

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দোষ [illegible] ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন [illegible] কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে [illegible] সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন [illegible] পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার

প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও পুষ্ট হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাস্তুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ।৵০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাকমাস্তুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ।৵০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্‌স সিসি বার আনা, এক ঔন্‌স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১।।০ টাকা। ডাক মাস্তুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তারখানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা [illegible] আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার [illegible] নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যা[illegible]

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভুগোল, উদ্ভিদ, বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২পৃষ্ঠা। পুস্তকের মুল্য ১, টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, [illegible] নং লাইব্রেরি ও নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

বিজ্ঞাপন।

আমার এক জন চিকিৎসকের প্রয়োজন। তাঁহাকে নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থান করিতে হইবে ও বেতন মাসিক ২৫ পঁচিশ টাকা দেওয়া হইবে। আমার নিকট এক মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। ইতি সন১২৭৯ সাল, ২২ এ চৈত্র।

শ্রীশ্যামাশঙ্কর চৌধুরী।

ঠিকানা
গোওয়ালগু ষ্টেশনের অপর পার তেওথা।

জমীদরী, মহজনী ও বাজার হিসাব. বাঙ্গলা দেশের জমিদারী. রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মুল্য ৷৹০ অট আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্‌ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

নটনন্দিনী

শ্রী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাস্তুল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষনীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রস্তাবিত ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সভা।

যত দিন ইনকম ট্যাক্স ছিল তত দিন দেশের আয় ব্যয়ের উপর শাসন ছিল, ইনকম ট্যাক্স সংস্থাপনের পূর্ব্বে এদেশের আয় ব্যয় কিরূপে চলিত, তাঁহা সুশিক্ষিত রাজ নীতি অনুরাগী ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। রাজস্বের আগাগোড়া বিশৃঙ্খল ছিল, ক্রমে গবর্ণমেণ্ট ঋণী হইতে ছিলেন এবং সিপাহী যুদ্ধের পর রাজকার্য্য চলা ভার হইয়া উঠে। এই সময় উইলসন সাহেব ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইল। তখন দেশে যে আয় ছিল তদ্দ্বারা রাজ্যের ব্যয় সংকুলান হইত না, এই নিমিত্তই ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় এবং ইনকম ট্যাক্স প্রতি বৎসর রাখিবার নিমিত্ত আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার সময় গবর্ণমেণ্টকে এই অভাবটি দেখাইতে হইত। আমরাও এই নিমিত্ত দেশের আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র অবগত হইতেছিলাম। আর এখন আয় ব্যয় সম্বন্ধে যাহার যত জ্ঞান হইয়াছে, তাহার অনেকটা ইনকম ট্যাক্সের প্রসাদাৎ। ইনকম ট্যাক্স শুদ্ধ আমাদিগের দিতে হইত না, ইংরাজ মাত্রেরই দিতে হইত। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে অর্থোপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের অর্থে অনেক মমতা আছে। তাঁহারা যে দেশবাসী সেখানে সাধারণের মত ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কোন ট্যাক্স বসাইতে পারেন না। অধিকন্তু তাঁহারা রাজ বংশীয়। তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, আমাদের ব্যয়ে রাজ্য চলে। ইতিপূর্ব্বে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট সংম্পূর্ণ আমাদের ব্যয়ে চলিতে ছিল। যখন ইনকম ট্যাক্স দ্বারা ইংরাজদিগের অর্থে গবর্ণমেণ্ট হস্ত ক্ষেপ করিলেন তখন তাঁহারা ভারি বিরক্ত হইলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিলেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকেও ইনকম ট্যাক্স দিতে হইত সুতরাং তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইলেন। ডিউক অব আরগাইল, সার রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি জন কয়েক ভিন্ন সকলেরই যত্ন হইল যে, কিসে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যয় সমুদায় প্রকাশ হয়। ইঁহারা সকলে আমাদের পক্ষ হইলেন, ভারত বর্ষের রাজস্বের প্রতি ইঁহাদের মমতা হইল। যাঁহারা নীলকুঠিয়ালদিগের সহিত জুটিয়া আমাদিগকে নিপাত করিবার যত্ন করেন, যাঁহারা মাজিষ্ট্রেটদিগের অন্যায় বিচারের পোষকতা করেন, যাহারা [illegible] সময় গোপনে আনন্দ [illegible] দের জন্য [illegible]

লাগিল। তাঁহারা ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ঘরের কথা আমাদিগকে বলিয়া দিতে লাগিলেন। আমরা ইনকম ট্যাক্সের নিমিত্ত ইংলণ্ডে হোমচার্জ্জ বলিয়া যে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় হয় তাহা জানিতে পারিলাম, আমরা ইহা দ্বারা জানিলাম যে পূর্ব্বে এদেশে যে কোম্পানি বাহাদুর ছিলেন তাহাদিগকে বৎসর বৎসর আমাদিগকে এখনও বিস্তর টাকা দণ্ড দিতে হয়। আমরা প্রথমে জানিলাম যে রেলওয়ে একরূপ আমাদের টাকার দ্বারা নির্ম্মিত। ইংলণ্ডে কতকগুলি সৈন্যের ভার অনর্থক আমাদিগকে বহন করিতে হয়। আমরা ইংলণ্ডের স্বার্থের নিমিত্ত পারস্য ও অন্যান্য রাজ্যে অনেকগুলি টাকা দণ্ড দেই, পবলিক ওয়ার্কে অনর্থক অনেক ব্যয় হয়, পোলিসে অতিরিক্ত অনেক কর্ম্মচারী আছেন, আবিসিনিয়া যুদ্ধের, সুলতানের ভোজ প্রভৃতির ব্যয়ের বিষয় আমরা ইনকম ট্যাক্স দ্বারা জানিতে পাইলাম। আমরা জানিতে পাইলাম যে আমরা বৎসর বৎসর এদেশ হইতে অনর্থক ১৬ কোটী টাকা দণ্ড দেই। আবার যত দিন ইনকম ট্যাক্স ছিল তত দিন ইংলণ্ড যখন আমাদের অর্থ অপব্যয় করিতে বসিয়াছেন তখনই এদেশ বাসী ইংরাজেরা উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। জানজিবর সম্বন্ধীয় ব্যয় প্রভৃতি উহার সপ্রমাণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সঞ্চিত অনেকগুলি টাকা আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, উহা ইনকম ট্যাক্স হ্যাঙ্গামে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ ১২ বৎসর ইনকম ট্যাক্স দ্বারা এদেশের আয় ব্যয়ের উপর এইরূপ শাসন চলিতেছিল। ইনকম্ ট্যাক্স দ্বারা আর একটি মঙ্গল হয়। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করেন ও সেখানে আয় ব্যয় সভার অনুষ্ঠান হয়। এই ইনকম ট্যাক্সটী উঠিয়া যাওয়ায় এত দিন আয় ব্যয়ের উপর যে শাসন ছিল, তাহা ১২ বৎসর পরে উঠিয়া গেল। এখন কি আয় কি ব্যয় তাহা আর উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জানিবার কোন স্বার্থ থাকিবে না। এদেশের ইংরাজদিগের এই একটী মাত্র ট্যাক্স গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইত। এটি উঠিয়া যাওয়ায় তাহাদের সহিত রাজস্বের সকল রকম সম্বন্ধ বিলয় প্রাপ্ত হইল। এখন গবর্ণমেণ্ট টাকা জলে [illegible] ফেলুন তাহাতে ইংরাজ [illegible] আর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি থাকিবে না। [illegible] ব্যয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত। [illegible] কটি সভার অধিবেশন হইয়া-

ছিল, সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ হইত, তর্ক-দ্বারা অনেক সত্য প্রকাশিত হইত, জন সাধারণ ইহার নিমিত্ত কত আগ্রহান্বিত হইতেন এবং সম্বাদ পত্র সকল নানা রূপ মতামত প্রকাশ করিতেন। এই বৎসর হইতে ইহাও বিলুপ্ত হইল।

ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া গিয়া দেশের এই ক্ষতি হইয়াছে। ব্রিটীশ ইণ্ডীয়ান এসোসিয়েসন এটী বুঝিয়াছেন এবং ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত এদেশে আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটি স্থায়ী সভা সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে এদেশীয় ব্যক্তিরাও এই সভায় সভ্য হন এবং ইহা দ্বারা আয় ব্যয়ের উপর শাসন হয়। এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। আমরা ভরসা করি অপর সমুদায় রাজনৈতিক সভাও ইহার পোষকতায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট সহসা প্রজার হাতে কোন ভার দিতে সম্মত হন না। প্রজা প্রবল হইলে গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যের অনিষ্ট হয়, কারণ আধিপত্য প্রভুত্বপরায়ন গবর্ণমেণ্টের জীবন। এই নিমত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন। কিন্তু লর্ড-নর্থব্রুক সুদ্ধ প্রভুত্ব চান না, তিনি প্রজার সুখ সচ্ছন্দতার দিকও দৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে যত সভ্য রাজ্য আছে সকল স্থানেই যাহারা রাজস্ব দেয় তাহাদের উহার উপর কতক শাসন থাকে। আমরা সভ্যতম ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন অবস্থিতি করিতেছি। আমরা আয়ব্যয় সভার প্রার্থনা দ্বারা এই শাসনটি চাইতেছি। আমাদিগকে এই অধিকারটি দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টের কতক সুবিধা আছে। গবর্ণমেণ্টের এখন কোনরূপ অর্থের প্রয়োজনহইলেই মহাসংগ্রাম করিতেহয়। প্রজার মধ্যে অসন্তোষভাব প্রবল হয়। আয় ব্যয় সভা যদি থাকে এবং উহাতে যদি এদেশীয় লোক সভ্য হন তবে এগুলি না হইবারই সম্ভবনা। অপর মহাসভার প্রতিষ্ঠিত আয় ব্যয় দ্বারা এবার লর্ড নর্থব্রুক জানিতে পারিয়াছেন যে একালপর্য্যন্ত এদেশের রাজস্ব কিরূপে অপব্যয় হইয়াছে। রাজস্ব আমাদের দিতে হয় এবং আমারা উহা ভারি কষ্টে উপার্জ্জন করি, সুতরাং রাজস্বের অপব্যয় হইলে আমাদের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়।

ক্যাম্বেল সাহেবকে বুঝিয়া উঠা ভার। তিনি প্রজার বন্ধু, জমিদারের বন্ধু, না উভয়ের শত্রু? তিনি সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করেন জমিদারেরা ধনী, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে ও গবর্ণমেণ্টকে কিছু দেয় না। এমন কি এই দু

তিন বৎসর তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া জমিদারেরা তাঁহাকে শত্রু স্থির করিয়াছে। বাঁধ সম্বন্ধে তিনি যে আইন করিতেছেন তাহাতে প্রথমে তিনি কায়মনোবাক্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর আক্রমণ করেন। পথ কর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ ও পথ কর স্থাপনে জমিদারগণের স্বত্ব একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের প্রতি অসীম ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। তাহাতেও তিনি সফলমনোরথ হইয়াছেন। জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে অবৈধ কর লয় বলিয়া তিনি হুলস্থুল বাধাইয়া দেন। তাঁহার মনোগত বিশ্বাস যে জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে এপর্য্যন্ত যে ইনকম ট্যাক্স দিয়া আসিয়াছে তাহা বল পূর্ব্বক প্রজার নিকট আদায় করিয়াছে। ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন যে জমিদারদিগের যে রোডসেস দিতে হইবে তাহা তাহারা প্রজার নিকট আদায় করিয়া লইবে। স্থূল কথা, জমিদারদিগের প্রতি যে তাঁহার কিছু মাত্র টান আছে তাহা কার্য্যে কি বাক্যে তিনি কখন দেখান নাই। কিন্তু প্রজার সম্বন্ধে তাঁহার আর এক ভাব। প্রজার নাম করিলে তাঁহার চক্ষের জল আইসে। তিনি প্রজার মঙ্গল লইয়া দিবা রাত্র ব্যস্ত। কার্য্যে থাকুন বা না থাকুন মুখে বলেন বটে। তিনি প্রজাকে বিদ্যাভ্যাস দিবেন বলিয়া দেশের ভদ্র লোকের সহিত মর্ম্মান্তিসক বিবাদ করিলেন। ইহাতে কে না বলিবে তিনি প্রজার বন্ধু? কিন্তু আবার দেখুন। মিউনিসিপাল বিল উপস্থিত করিয়া তিনি প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে বসেন। তাঁহার ইচ্ছা বাঙ্গলায় লবণের কর বৃদ্ধি হয়। পাঠক স্বীকার করিবেন যে লবণের কর বৃদ্ধি আর প্রজার উপর কর বৃদ্ধি সমান। এখানে একটি রহস্য আছে তাহাও বলিয়া রাখি। যখন ক্যাম্বেল সাহেব প্রথম এখানে আসেন তখন ব্যবস্থাপক সভায় বলেন যে, তাঁহার একটি অঙ্গুলি কাটিতে সম্মত আছেন তবু তিনি লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিতে সম্মত হইতে পারেন না। তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, পথকর কেবল প্রজাদিগকেই বহন করিতে হইবে। পথকরের এরূপ সপক্ষ লোক বোধ হয় ইংরাজদের মধ্যে দ্বিতীয় আর একজন নাই। অতএব ক্যাম্বেল সাহেব আশ্চর্য্য লোক না? কিন্তু তিনি যাহা বলুন আর যাহা করুন, তাঁহার একটি কথাতে আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি ও অবাক হইয়াছি। তিনি বলেন যে জমিদারেরা প্রজার উপর বড় একটা কর বৃদ্ধি করে না। এখানে কি আবার ক্যাম্বেল সাহেব জমিদারগণের সপক্ষতা করিলেন? না যে পথকর বাঙ্গলায় স্থাপন করা অন্যায় হয় নাই তাহার পোষকতা করিলেন? ফল ক্যাম্বেল সাহেবের ভারি বিপদ। জমিদারেরা অত্যাচারী, প্রজার নিমিত্ত তিনি দুঃখিত ও পথকর স্থাপন খুব কর্ত্তব্য, এতিনটি তিনি একেবারে সাব্যস্থ করিতে চান। যদি তাঁহার প্রকৃতই এরূপ বিশ্বাস থাকে যে জমিদারেরা কর বৃদ্ধি করিতে তত লোলুপ নহে, তবে তিনি বাঙ্গলার প্রজার অবস্থা ভাল করিয়া অবগত হইতে পারেন নাই।

——

গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে বাঙ্গালার কয়েকটী জেলার কৃষিজাত দ্রব্যের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে হুগলী জেলায় আঁক ও গোল আলুর চাষ বিশেষরূপে হইয়া থাকে। গোল আলু পূর্ব্বে যেরূপ হইত এক্ষণ সেরূপ হয় না। রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত রাজসাহী জেলায় তুঁতের ও গাঁজার আবাদ প্রচলিত আছে। যে সকল জমিতে ধান হয় না তাহাতেই তুঁতের আবাদ হইয়া থাকে। বর্ষাকালের প্রারম্ভে বীজ বুনা হয়। তুঁতের গাছ দশ বার বৎসর থাকে। তুঁতের জমির খাজনা প্রতিবিঘা গড়ে ৪।।০ টাকা। এক বিঘা জমির খরচ সর্ব্ব সাকুল্যে ২০ টাকা। প্রতি বিঘায় ৩২ বোঝা করিয়া তুঁত জন্মে। প্রত্যেক বোঝা সাধারণতঃ এক টাকা করিয়া বিক্রীত হয়। এই হিসাবে প্রতি বিঘায় ১২ টাকা লাভ হয়। কৃষকের স্ত্রীরা তুঁত গুটী প্রস্তুতের তত্ত্বাবধারণ করে। উক্ত জেলায় বৎসর ৬০ হাজার মোন গুটি প্রস্তুত হয়। গুটির সের বারো আনায় বিক্রীত হয়। এই হিসাবে আঠারো লক্ষ টাকা গুটী হইতে উৎপন্ন হয়। গুটি লইয়া প্রথমতঃ দুই দিন রৌদ্রে দিতে হয়। ইহাতে ভিতরকার পোকা মরিয়া গেলে গুটীগুলি ভাল করিয়া শুকাইবার নিমিত্ত আগুণের সেক দেওয়া হয়। তদনন্তর গরম জলে সিদ্ধ করিলে উহার গায়ের আটা সকল পড়িয়া গিয়া ছিদ্র সকল বাহির হইয়া পড়ে। তখন উহা হইতে রেশমের সুতা কাটা হইয়া থাকে। গড়ে বৎসর প্রায় ১৯২০ মন রেশম প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ রেশমের সের ২৫ টাকা সুতরাং সর্ব্ব শুদ্ধ ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকার রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজসাহির উত্তর দিনাজপুরের দক্ষিণ এবং বগুড়ার দক্ষিণ পশ্চিমে গাজার চাস হইয়া থাকে। সকল জমিতে গাজা জন্মে না। যে জমিতে অল্প২ বালি আছে তাহাতেই গাঁজা ভাল জন্মে। গাঁজার গাছ ৪॥ হাত লম্বা হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে গাঁজার পাতা দেওয়া হয়। চারা গুলি একটু [illegible] হইলে আবাদি জমিতে রোপণ করা হয়। [illegible] জমি প্রতি বৎসর নূতন মাটি দিয়া সতেজ করিতে হয়। চারা রোপণ করার পূর্ব্বে জমিতে খ[illegible] গোবরের সার দিতে হয়। গাঁজার মধ্যে [illegible] মেয়ে গাছ আছে। তাহার ফ[illegible] [illegible] মেয়ে গাছ ফসলের পক্ষে [illegible] এই গাছগুলি নষ্ট করা হয়। মেয়ে গাছগুলি নষ্ট করা হইলে গোবর ও খইলের জল জমিতে দেওয়া হয়। পৌষ মাসে গাছ দুই তিন হাত হইলে ভুমির মাটী আলগা করিয়া দিয়া তাহাতে জল এবং খইলের সার দিতে হয়। মাঘ মাসে গাঁজা পাকিয়া উঠে। তখন গাছ কাটিয়া ফেলিয়া তিন চারি দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হয়। পাতা শুকাইয়া গেলে দর্ম্মার উপর ফেলিয়া দলাইতে হয়। তাহাতেই গাঁজার জট বাঁধিয়া যায়।

——

বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যশোহর গিয়াছেন। যশোহর অনেক পীড়ার আকর স্থান সুতরাং সেখানে অন্নদাচরণ বাবুর ন্যায় এক জন উপযুক্ত ডাক্তার যাওয়ায় লোকের বিশেষ উপকার হইবে।

——

পোষ্টআফিসে নূতন বন্দোবস্ত হইতেছে। এবারকার বন্দবস্তে যশোহর, ২৪ পরগণা ও বাকরগঞ্জ একজন ইনেস্পেকটরের অধীন হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের ইনেস্পেকটরের অধীনে নদীয়া ও বহরমপুর থাকিল। বর্ত্তমান বন্দোবস্তানুসারে ইনেস্পেকটরের অধীনে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক পোষ্ট আফিশে পড়িতেছে। পোষ্ট আফিসে আজ কিছু দিন আবার চিঠির বিস্তর গোল হইতেছে। আমাদের আজ মাস তিন চারির মধ্যে অনেকগুলি পত্র ডাক ঘরে মারা গিয়াছে সুতরাং যাহাতে ইনেস্পেক্টরেরা অধীনস্থ পোষ্টআফিস শীঘ্র ২ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বন্দোবস্তানুসারে সবইপেস্পেক্টারগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে এক জন থাকিবেন এবং তাহার বেতন ১২0 হইবে। দ্বীতিয় শ্রেণীর বেতন ১০০ টাকা এই শ্রেণীতে ছয় জন থাকিবেন। অপর দুই শ্রেণীর ৯০ ও ৬০ টাকা বেতন হইবে।

——

ঢাকার ভূতপুর্ব্ব সুবরডিনেট জজ বাবু বেণীমাধব সোম রাজ সম্মান প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। বেণীমাধব বাবু বরাবর সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সিপাই যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করেন। শিক্ষা বিষয়েও ইনি ভারি উৎসাহ দেখাইয়া আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে কোন রাজ চিহ্ন দ্বারা সম্মানিত করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন।

——

ইংলণ্ডের প্রজাগণ কেমন স্বাধীনভাবে রাজভক্তি প্রদর্শন করেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটীতে প্রকাশ পাইবে। কিছুদিন হইল রাজকুমার ব্রিষ্টল নগরে ঘোড়দৌড় দেখিতে যান। ইহাতে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইয়া প্রকাশ করেন যে যিনি অল্প দিন হইল ভয়ানক পীড়া হইতে [illegible] তাঁহার এত শীঘ্র আমোদ [illegible] উচিত হয় নাই। তাহাদের [illegible] [illegible]

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA :—THURSDAY, MAY 1, 1873.

WE beg to acknowledge with thanks the receipt of the following :—

(1) Dr Sircar's Calcutta Journal of Medicine, Jan. and Feb. 1873. (2) Report of the Suburban Rate Payer's Association. (3) Macmillan's Magazine, April 1873. The last contains the first of a series of articles on Indian affairs by Mr Routledge.

—ooo—

THE gross incidence of municipal tax per head of population is one rupee and ten annas in the town of Burdwan. The rate is thus higher in Burdwan than in Hooghly, Moorshedabad, Dacca, Calcutta Suburbs and Howrah. In short, next to Calcutta, Burdwan is the most heavily taxed of all towns in Bengal. In that poor town the sum of rupees 52½ thousand is annually raised, and it is very curious how the authorities manage to spend such a large sum every year. The people of that town have thus a real grievance. We hope the local Association will represent the matter to Government.

—ooo—

THE Supreme Government has approved of the Native Civil Service scheme of Mr. Campbell and granted one lakh per annum towards its cost from imperial revenues on condition that no further charge is in future made for the same. The Lieutenant Governor adds one lakh more to it from the provincial revenues and with these two lakhs at his command, His Honor begins his scheme with renewed vigor. Mr. Campbell never lets grass grow under his feet. Whenever he seizes a thing, he must see it done at any cost. In fact, the earnestness and enthusiasm that characterizes all his measures is worthy of being imitated. When he first inaugurated his Native Civil Service scheme last year, he was opposed, threatened, ridiculed, entreated and so forth, but he cared not for public opinion, he persisted in his plan till it became an accomplished fact. Indeed one cannot but look with wonder at the velocity with which his Civil Service scheme has progressed and how within so short a time the gigantic plan has been brought to a practical shape. Classes have been opened into almost all the schools of Bengal and His Honor's favorite subjects of surveying and chemistry are zealously taught and an impetus has been given to a taste for gymnastic exercises. The trees planted by the Lieutenant Governor have at last borne fruits and promise a better harvest next year. In fact, His Honor looks upon the results of the late Civil Service Examination with a satisfaction which he can ill conceal. He is not satisfied by merely publishing the names of successful candidates in the *Gazette* but puts in remarks as to the branches in which they have distinguished themselves. Thus we learn that out of the total successful candidates, five have highly distinguished in gymnastics, six in botany and chemistry, and ten in law, shewing that notwithstanding Mr. Campbell's earnest ende[illegible] Bengallees a practica[illegible] [illegible] more [illegible] surprised to see that not a single candidate has distinguished himself in surveying, the subject in which His Honor delights himself so much.

—ooo—

THE National Indian Association for promoting Social Progress in India has opened an office at the rooms of the Social Science Association, No. 1, Adam-street, Adelphi, London, for the purpose of rendering various friendly services to Indians visiting this country. The great majority of our Eastern guests consists of young men who come to England to study and to prepare for the Civil Service, Medical, Law, and other examinations. It has been determined therefore to collect informations of various kinds likely to be useful to them, and thereby secure them against many disadvantages. At this office, for instance, addresses will be registered of respectable private families willing to receive young Indians as boarders, lists of tutors and private teachers ; information as to the cost of residence and instruction at the college and universities of the United Kingdom and for the different professions. A register will also be kept of the names and addresses of all Indian residents, so that any one, on arriving, may know where he may find others of his countrymen with whom he may desire to communicate. It is also hoped that the establishment of this office may lead to friendly association between these young men and the best educated and most intelligent of our own countrymen. *Conversaziones* will be occasionally given by the London branch of the association, in hope of promoting this object. It is the English home which most impresses our Oriental visitors, and it is hoped those who come here to prepare for positions of great influence in India may see that institution under its best aspects. The committee are also very anxious that their Indian friends should know something of our philanthropic undertakings ; and they hope that tickets of admission to institutions, lectures, and meetings of special interest, as well as orders for admission to the Houses of Parliament, may be obtained through this agency. Mr. C. W. Ryalls, the secretary of the association, at 1, Adam-street, will be glad to afford any information, or hon. secretaries, Miss E. A. Monning and Mr. Hodgson Pratt.—*Home News.*

—ooo—

A NEW SCHEME FOR PROVINCIAL TAXATION (II.)—What objection can Government possibly have if we point out the mode in which we like to be taxed ? We have no Parliament of our own, and we are not represented. We have no control over the finances of our country. Money is taken from us without our consent, without so much as an asking, and it is spent not only *without* our consent, but oftentimes positively *against* our inclination. But suppose, we don't grumble at that, and farther, suppose we agree to be taxed, but only on the condition that we be taxed according to the mode we point out, will it be asking too much of an enlightened and well-meaning Government, to accede to our request ? For instance if we withdraw the objection that roads are not so much wanted in Bengal as in other parts of India, and that roads constructed after labors of years and vast expense might be washed away by one year's inundation—that the money that our provincial Government has at its disposal is quite sufficient to construct all the roads that we may want or if that be not so, if justice is done to Bengal, which contributes one-third or more than one-third of the whole imperial revenue and receives a trifle in return, it [illegible] have ample funds at its disposal, to intersect the country with roads and canals ; if we withdraw all these objections and agree to pay an [illegible] tax, say an income tax in lieu of a cess [illegible]ds for the construction of our roads, we [illegible]t objection can the Government possi[illegible] [illegible]he one great objection that occurs [illegible]vernment may have a particular [illegible] a cess upon land, and that object is to loosen surreptitiously the basis of the permanent settlement. Government cannot openly deny the word of honor that it gave eighty years ago, neither can it resist the temptation of increasing its prospects : hence this stealthy and cowardly measure. If the Government is really so base in its intentions, it will never be able to avow it openly ; if it is not, then also this objection is removed. Objection No. 2 may be that the Income Tax is reserved for imperial exigencies : but what we want is a Provincial Income tax not in lieu of an Imperial Income tax, but a Provincial Cess. There could be no objection to our paying an Imperial Income tax if the Government absolutely wants it in addition to a Provincial Income tax, if we are relieved from the Provincial Cess. Objection No. 3 is, will the majority of the people like the change ? Of course those who are altogether relieved will, and they are the vast majority. Then ask the Press, the British Indian and other Associations and the matter may be soon settled. Indeed the smallest section of the community, we mean the Europeans, may grumble ; but if the so-called Babudom agrees, they must agree also. For the so-called "fattened" and "flattered" Babus already pay a variety of taxes from which the Europeans are exempt or almost exempt. The only serious objection remains : will a provincial income tax pay? Of course it will if you put aside a little of your humanity. You can extract any possible amount you choose through the instrumentality of the admirable machine first introduced by Mr. Wilson. But that is not exactly what we desire. We hate the road cess because it will prove oppressive and we would hate the income tax if it prove similarly oppressive. The non agricultural cess of Bombay reached to incomes so far down as Rs.50 and it proved so oppressive that it was abolished. We must not have a similar impost here in Bengal. The question ought to be shaped differently. Will a provincial income tax pay without proving oppressive? This question can only be accurately answered when another point is cleared: how much do you want? The exact amount of realization from the road cess in Bengal cannot be accurately ascertained. In nineteen of the fairest districts of Bengal was the road cess introduced, and Mr. Campbell expected to realize 6 lacs of rupees from the above districts in 1873-1874. Indeed Mr. Campbell hopes that "if the full rate of cess were imposed by the Committee of each of the 19 districts, a course which in some districts is neither probable nor desirable, and if the yield of the cess on houses, mines and quarries taken at one fifteenth of the yield of the cess on land, the total amount of Road cess imposable is estimated to be about Rupees 17 lacs a year for the 19 districts." It is impossible to determine upon what basis Mr. Campbell founds his calculations. We suspect however that Mr. Campbell has over-estimated the proceeds from the provincial cess. Putting aside the well-known fact that His Honor is rather a little over-sanguine in his temperament, we yet very well know that in almost all the 19 districts where the cess has been introduced, the maximum rate allowed by the law has been imposed and yet the total estimated receipts have not exceeded 6 lacs. It is hard to believe that the proceeds of a cess upon houses, quarries and mines will be almost double the amount. Even admitting that Mr. Campbell is correct in his calculations, there is his clear admission that it is neither *probable* nor *desirable* that the full rate of cess be imposed. At least Mr. Campbell was quite satisfied to begin with six lacs, and this amount he did not expect to realize before the official year 1873. The yield under the income tax in Bengal for the last 3 years may be shewn thus :—

Year.	Rupees.
1869-70	42,83,958
1870-71	70,43,305
1871-72	21,00,000

So last year the yied was 21 lacs when incomes below 750 were exempted. This year the minimum assessable income was further raised and incomes below 1,000 were exempted. The yield has been consequently reduced, and we believe it will not amount this year to more than 15 or 16 lacs. The problem is now to find the difference between 6 lacs plus the rate upon houses &c. in nineteen of the fairests districts and 15 lacs of income tax in the whole of Bengal. Of course it cannot be

denied that the probability or rather the certainty is that the yield from the cess will exceed the yield from the income tax. Here we beg to remind our rulers of one strict injunction of the State Secretary. He enjoined the Government to begin with a *very low* rate, and to apply the funds so as to make the advantage accruing from them *immediate* and *palpable*. Why not at the outset begin with a small sum and as the people feel the advantages they will more readily allow themselves to be taxed at a higher rate? The yield may be increased hereafter with the greatest ease. For many reasons we would not lower the minimum assesable income below thousand but the rate may be increased as was done, when the income tax was first imposed, with the increase of incomes. For instance 1 per cent. between one and two thousand; 1½ between two and five; 2 between five and ten; 2½ between ten thousand and upwards. Such a course if adopted hereafter will amply supply us with funds that we may want for all the roads and canals that we require. If absolutely necessary we would rather reach in[illegible] below 1,000 or even 750 than to have a cess which is [illegible] calculated to ruin the starving ryots of Bengal. [illegible] incomes down to 500 be reached the number of people [illegible] by [illegible] income tax will not exceed 132,249 in a population of 66 millions. It is not in an out-burst of enthusiasm that we say, but we say what we fully believe after a somewhat varied experience of moffusil life that it would be a thousand times more just, and humane to levy the 3⅛ income tax as in 1870-71 when 70 lacs were realized from Bengal alone than to levy a cess upon land, and strike down the poor peasantry of Bengal. Those who advocated a cess upon land were surely profoundly ignorant of the state of Bengal Ryots.

——ooo——

THE EMBANKMENT BILL.—This Bill which recently formed the subject of such a hot discussion in the Bengal Council is another instance of the ignorance, haste and self-sufficiency which characterize almost all the measures of Government. The history of the progress of the Bill may be briefly stated thus. The Bill was introduced by Mr. Schalch in December 1870 with a view to re-enact and consolidate the provisions of the existing Embankment Act and to give larger and more summary powers to engineers to carry them into effect. The immediate cause which led to the bringing in of the Bill was the refusal of a certain Zemindar of 24-Pergunnas to repair the breakage of dams caused by the great inundation of 1868. The matter was referred to the India Government which directed the Lieutenant Governor to take up the subject and give careful attention to it. The Bill was as a matter of course placed in the hands of a Select Committee, where it was materially changed, in as much as all liabilities of Government in the repair and maintenance of any embankment in Bengal at the cost of the State were repudiated and the entire cost of maintaining embankment was thrown upon the Zemindars, who were, however, invested with the power of demanding half the charge from subordinate holders down to ryots having a right of occupancy; in other words, the Government intended to shift its burden of constructing and maintaining public embankments upon the agricultural population. The amended Bill was published and the British Indian Association sent up a protest, stating that this was in direct contravention of the principles and obligations acknowledged in the prior regulations since 1793. As a proof of the flagrant and shameful injustice which the Select Committee were prepared to perpetrate upon the Zemindars and the agricultural population, they quoted the law on the subject which distinctly recognized the liability of Government to maintain public embankments. In fact, though the Zemindars by the terms and conditions of the Permanent Settlement are bound to maintain their own embankments, it is equally undeniable that there are certain embankments throughout Bengal which the State has undertaken to maintain and which it had without question hitherto maintained. The Lieutenant Governor became aware from the petition of the British Indian Association of the grave and the too definitely settled nature of the obligation of Government towards the maintenance of public embankments and he distinctly stated in his speech opening the Session of 187[illegible]-72, that "Government had no wish to rid itself of obligation which it undertook in the last century, at the time of the decennial settlement." The Bill was accordingly again referred to the Select Committee strengthened by the addition of certain able and experienced men, who after careful and searching enquiry discovered a letter from the Sudder Board of Revenue to Government perfectly establishing the question of Government liability to maintain certain embankments. The amended Bill was laid before the Council in a much altered shape, though it was still open to serious objections. The objectionable features were that Government Engineers were empowered to construct embankment anywhere they pleased, the cost of which was to be borne by the Zemindars; that the Zemindars were permitted to recover half the cost from their tenants, and lastly that Government was relieved of the charge of maintaining certain embankments which it has all along mintained. These objections were very clearly and stongly put forth by Hon. Degumber Mitter in the debates on the Bill and we are sincerely glad to see that the Government was compelled to yeld to the force of his arguments and make material concessions in regard to the Bill. Babu Degumber in fact has shown an example of perseverance, energy, and ability which cannot be to highly applauded. He had to fight out his way single handed, opposed on all sides by the minbers of the Council. For every question that he put, he was assailed by half a dozen answers, all tending to one point—that of defeating him. Nothing daunted he persevered on, and the soundness of his position appeared so clear that at every stage of the the Bill Government had to yield ground inch by inch and make ample concessions. It has at last come down so far as not only to acknowledge the liability of Government to maintain embankments which was entirely repudiated at the outset, but to concede to include in the Schedule 272 miles of embankments out of 535 which was left out of the original Schedule. The concession on the part of Government is solely owing to the bold stand which Babu Degumbur Mitter made. The remainder 183 miles have yet to be disposed of and we hope Government will at last see the good reason of including this also in the Schedule. The Bill, as it is, is not yet divested of its principal objectionable features. The empowering the engineers with summary powers to construct embankments any where they may choose at the cost of the Zemindars is to invest them with a dangerous weapon of oppression. The Public Works Department is a scandalous department of Government, its extravagance has driven the state to the verge of bankruptcy, the tyranny of the P. W. D. has been over and over camplained by our successive Finance Ministers, is it proper, we ask, to leave to its mercy the private properties of individuals who will have no one to defend them from its oppression? Who knows that the engineers who have nothing to lose will launch into speculations which may cause the ruin of zemindars? When the loud complaints of millions of the tax-paying population of India fail to prevent the reckless waste of money through the Public Works Department, is it possible for a small body of Zemindars to put any check upon their extravagant career? But the brunt of the burden of cost of constructing and maintaining embankments will in effect fall on the poor ryots, for the Zemindars are permitted to recoup themselves by assessing tenants for embankments. They will thus have another opportunity of replenishing their pockets by the ryot's money. In propotion they will be fleeched by Government, they will fleece the ryots. In short, further amendments of the Bill are essentially necessary before it is passed. The Lieutenant Governor deserves the thanks of all for the concessions that he has made in all the stages of the Bill and we fervently hope that Mr. Campbell will yet find the dangerous character of the Bill and will not pass it before its objectionable features are removed.

——ooo——

THE UNCHASTITY CASE.—Some sens[illegible] created in the town by the Judgm[illegible] Court in the unchastity case, [illegible] decided that unchastity is not a gr[illegible]

[illegible] of property inherited by a Hindu widow from her husband. A meeting was held at the residence of the late Hon'ble Prossonno Coomar Tagore by certain Hindu gentlemen to raise fund for defraying the expenses of an appeal to England. Rs. [illegible]00 were subscribed on the spot. We have not been so fortunate as to meet with a full report of the proceedings but we [illegible] some curiousity to know how persons who materially differ in their regard for the Dharma Shastars could come to an agreement as to the dangerous character of the conclusion arrived at by the majority of the Judges. The judgments of either the majority or minority have not been published and it would be premature to form any opinion as to their merits. Opinions seem to be very equally divided regarding this case. The Hon'ble Dwarke Nath Mitra is himself a host, and as the only Hindoo Judge, his opinion is calculated to carry a greater weight than the opinions of all the Judges put together. Then the meeting of the Hindoos, the subscription on the spot, and the patriotic appeal of the *National Paper*. The *Bengallee* quotes approvingly few passages from the *Shomeprokas* and indirectly supports the movement. The *Patriot* has promised also to lend his mighty influence and has made the candid avowal that though opposed to the movement on principle he was obliged to support it from pressure. The judgment then of the majority has not given satisfaction if not to the whole at least to the majority of the Hindoo community. What a Hindu has to do under the circumstances if his opinion happen to lie on the other side? Unfortunately this is the case with us. We rejoiced when the decision of the majority was known, and though the demonstration of our countrymen against the decision has somewhat staggered us, yet we cannot persuade ourselves to join the opposition. A long course of decisions has laid down that property once vested in a Hindoo widow cannot be [illegible] from her on account of subsequent immoral[illegible] The majority have simply refused to disturb [illegible] terpretation hitherto put on the law and thus [illegible] an uncertainty which they feared would lead to [illegible]chievious complications. The decision no doubt [illegible] opposed to Hindu notions, for to a Hindu an unch[illegible] woman is dead to society. She is a polluted creature, an outcast, an abomination both in the sight of God and man. We honor this notion not only because it is Hindu but because it is noble. Unfortunately such a notion when carried too far ceases to be noble. As Hindus we revere Hindu notions, but at the same time we know, that there are notions which are Hindu, but wrong, mischievous and inhuman. Are we to support such notions because they are cherished by Hindoos? The remarriage of widows is opposed to Hindoo notions and we would like to see an enlightened man now a days opposing the movement merely on the ground that it is opposed to Hindu notions. Revering Hindu notions we cannot yet uphold those which are manifestly unjust. Of course if the majority of the Judges have thought it fit to cast a slur on Hindu law on the subject and founded their decision on their own notion of right and wrong then it would be our duty to rise in a body against the decision. For we would not allow the Legislature to meddle with our social affairs even if it be to remove gross abuses. But we believe Hindu law is not decisive on the point, and the Judges have taken advantage of that fact to keep undisturbed the previous decisions on the subject. We said we rejoiced, we rejoiced because the decision was given in favor of the——WEAK. When males legislate for females, they take great responsibility upon their shoulders. An undefended criminal is defended by the Judge himself, and when strong males legislate for weak females it is their duty to see all sides of the question thoroughly. The question that occurs first to us is if females forfeit their property because of their unchastity why shall not the males forfeit their property likewise? An unchaste male and an unchaste female, who is the greater criminal? We Hindus have enough of sins on our head and we should not as human beings be still more cruel to our widows, for God will then punish us in our daughters and sisters. You do not allow the widows to remarry and God does not deprive them of their natural impulses and instincts as soon as their husbands die, and if nature wins and crushes your unnatural restraints, are we to break our phial of wrath upon the heads of those fragile and defenseless creatures when we the male legislators very well know the omnipotent power of that impulse? No! we are for the widows, and not for their male legislators. We attribute no bad motives to those who have thought fit to oppose the decision, probably or certainly they are actuated by the most patriotic motives, but [illegible]rfare with women, and those women [illegible] of India.

[illegible] সংবাদ।

—পুনানগরের [illegible] হিন্দুজাতির মঙ্গলের জন্য নববর্ষের প্রথম দিনে দেবতার নিকট ৪টী ছাগ ও ১টী ভেক বলিদান [illegible] দেবতার উদ্দেশে ভেক বলির কথা আমরা এই নূতন শুনিলাম।

—আমাদের মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরার সহিত রুশিয়া সম্রাটের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। [illegible] প্রত্যাশা করেন যে রুশিয়া ইংলণ্ডের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে রুশিয়া সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রতি আর লোভ করিবেন না।

—মিরর বলেন যে কুমারী একরয়ডের প্রস্তাবিত স্ত্রী বিদ্যালয়ের জন্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেল হইতে স্ত্রীলোক কয়েদীরা খালাস হইয়া বাটী ফিরিয়া না গিয়া দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তথাকার লেঃ গবর্ণর এই বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। জেলের মধ্যে স্ত্রীলোক কয়েদীরা কখন পুরুষ [illegible] থাকিবে না। স্ত্রীলোকেরা যখন [illegible] হয় তখন তাহাদের বন্ধু বান্ধব নিকটে না [illegible] তাহারা অপরিচিত লোকের মধ্যে পড়িয়া ভ্রষ্ট হয়। এই জন্য প্রারম্ভ পক্ষে তাহাদিগকে জেল বদলী করা হইবে না। তাহারা তাহাদের নিজ২ জেলায় আবদ্ধ থাকিবে। যদি জেল বদলী করা নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে খালাশের ১৫ দিন পূর্ব্বে তাহাদিগকে আপন২ জেলার জেলে পাঠাইতে হইবে। খালাসের সময় জেলের অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের যোগে তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনদিগকে সংবাদ দিবেন। আত্মীয়েরা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। যদি সময় মত স্ত্রীলোকদিগের আপনার লোক আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে জেলের অধ্যক্ষ কিছু দিন তাহাদিগকে জেলের মধ্যে সাবধানে রাখিবেন। আত্মীয় স্বজন আইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন।

—অযোধ্যাদেশ নবাবের হস্ত হইতে গৃহীত হওয়াবধি একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে শাসিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের এখানে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ এক২ জন লেঃ গবর্ণর আছেন, সেখানে এক জন চিফ কমিশনার আছেন। সম্প্রতি উক্ত রাজ্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেঃ গবর্ণরের অধীনে আনিবার প্রস্তাব হইতেছিল। গবর্ণর জেনারল সে প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই।

—জাপান দেশীয় লোকদিগের জিদ্ হইয়াছে যে সভ্যতায় তাহারা ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। জাপান দেশীয় ৪০ জন ছাত্র বারলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

—প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক মৃত গোলড্ ষ্টুকার সাহেব এক খানি সংস্কৃত অভিধান প্রস্তুত করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের [illegible] ভারতবর্ষীয় আফিসে এই সর্ত্তে [illegible] ১৮২০ সালের [illegible]

অপ্রকাশ থাকিলে মোক্ষ মুলার আর ইহার দোষ ধরিতে পারিবেন না।

—ইংলণ্ডে এক জন বিবাহিত পুরুষ কোন এক যুবতীর প্রণয়ার্থী হইয়াছিল। যুবতী তাহাকে অবিবাহিত বলিয়া জানিত। পুরুষটী প্রণয় সম্ভাষণার্থে যুবতীর বাটী আসা যাওয়া করিতেন। কিন্তু যুবতীর প্রতিবাসিরা তাঁহার বিবাহের বিষয় অবগত ছিল। সুতরাং তাঁহার এই গর্হিতাচরণে বিবাহিত পুরুষেরা রাগান্বিত হইয়া তাহাকে এক দিন ধৃত করে। গাহাদের বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্থ হইয়া তাঁহার সমুদায় শরীর চিত্রিত এবং তাঁহাকে ২॥০ টাকা দণ্ডকরা হয়। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টের ভোগ এখানেই শেষ হয় নাই। বহুসংখ্যক স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মাথার চুল ও গোঁপ কামাইয়া ফেলে এবং মাথর উপর ময়দা ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দয়। এরূপ অপরাধের এ [illegible] মন্দ দণ্ড নহে

—সুরপানের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্রই সমান। রুশিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্শবর্গে ১৮৬২ সালে ৮ শত মদের দোকান ছিল, ১৮৭২ সালে দোকানের সংখ্যা ৫ হাজার হইয়াছে। রুশিয়াগবর্ণমেণ্ট মদের অতিরিক্ত ব্যবহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

—টেলিগ্রাফ যোগে কলিকাতার কতকগুলি লোক বোম্বায়ের কতকগুলি লোকের সহিত দাবা খেলিতেছেন।

—আমরা এডুকেশন গেজেট হইতে আমরা নিম্ন লিখিত অদ্ভুত ঘটনাটি উদ্ধৃত করিলাম:—আমাদের রাজমহলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ১৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষে রাজমহল হইতে ট্রেণ তিনপাহাড় যাইবার সময় পথিমধ্যে এরূপ একটী কৌতুকাবহ অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল যে, পাঠকমাত্রেই তাহা শুনিয়া অবাক হইবেন। ট্রেনখানি রাজমহল ষ্টেশন ছাড়িয়া প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে, এমত সময় পথিমধ্যে গাড়ির গতি হঠাৎ রোধ হইল। কোন সামান্য প্রতিবন্ধকবশতঃ চক্র ঘুরিতেছে না মনে করিয়া ড্রাইভার সাহেব, ক্রমে ক্রমে গাড়ির বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, সমধিক বেগেও বাধা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি গাড়ি পশ্চাৎভাগে হটাইয়া দিবার নিমিত্ত সেইরূপ দম দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াসও ব্যর্থ হইল। তিনি কোন মতেই তাহাকে পশ্চাৎভাগে চালাইতে পারিলেন না। মহাবীর কর্ণের রথের ন্যায় শকট এক স্থানেই স্থিরভাবে থাকিল। অতঃপর তিনি কি কারণে শকট অচল হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত শকট হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি নামিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা শুনিয়া পাঠকবর্গ কখনই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। দেখিলেন যে একটী কুম্ভীর স্বীয় লাঙ্গুল দ্বারা শকটচক্রকে এরূপ দৃঢ়রূপে ধরিয়াছে শকট বিংশতি অশ্বের বলবিশিষ্ট [illegible] এক পদ ভূমির অতিক্রম করিতে পারে [illegible]

কারণ বিজ্ঞাপন করেন। তৎশ্রবণে ষ্টেশন মাষ্টার কতবগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া কুম্ভীরকে মারিয়া ট্রেনের মুক্তি সাধন করেন। ঐ কুম্ভীরটী পর দিন ষ্টেশনে আনীত হইলে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেটী অতি প্রকাণ্ড নহে। নিতান্ত ছোটও বোধ হয় না। ৬। ৬॥ হাত লম্বা হইবে। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, বোধ হয় যে কখন শ্রবণও কেহ করেন নাই।

—ইটালীর কোন প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়াছিল। কৃষকেরা তাহাকে হত্যা করিয়া ট্যাক্সের আপিস বাটী কাগজ পত্র সমেত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। এ কলিকাতার ইটালী নহে, ইহারা সাহেব।

—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে [illegible] গত ১৮৬৯ সালে [illegible] ১৮৭২ সালে ৬৯১টি দুর্ঘটনা হয়। ক্যাম্বেল সাহেব রথ লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন, এই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন না কেন?

—প্রধান সেনাপতি আদেশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় সেনাগণ আপনারা ক্ষৌর হইবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে পুনা নগরের নাপিতেরা তাঁহার নিকটে আবেদন করিয়াছে।

—ওয়েটম্যান নামক ইংলণ্ডের একজন বারিষ্টার ইনারটেম্পল নামক আইনের বিদ্যালয়ের পুস্তকালয় হইতে এক খান পুস্তক চুরি করেন বলিয়া বিচারে আনীত হইয়াছেন।

—ইংলিশম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা বলেন যে মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজা দিলীপ সিং, যিনি রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বহুদিন যাবত ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্য হইতে অভিলাষ করিয়াছেন।

—সম্প্রতি একটী আশ্চর্য্য বিবাহ হইয়াছে। এক জন ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে পুনর্ব্বায় বিবাহ দিয়া ৩০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্রাহ্মণ এই বিবাহের পৌরহিত্য কার্য্য করেন, তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হয়। তিনি ইহার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ আমাদিগকে বলেন। স্ত্রীটি বালিকা, বয়স কেবল ৯।১০ বৎসর। স্বামী, স্ত্রীর ভ্রাতা ও মাতার সহিত যোগ করিয়া এই কার্য্য করে। স্বামী নিজে স্ত্রীর ভাই বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয় ও নিজে স্ত্রীকে সম্প্রদান করে। বিবাহান্তে সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্বামী টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। স্ত্রী এখন শেষ স্বামীর নিকট আছে। শুনিলাম শেষের স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িতেছে না। আসল স্বামীর খোঁজ নাই।

—ব্রুক্স ক্লে নামক এক জন ইংরেজ তাহার স্ত্রীর নামে ইহাই বলিয়া নালিস করিয়াছে যে তাহার স্ত্রীর প্রথম স্বামী বাঁচিয়া থাকা সত্বে সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। যাহাকে একবার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক নালিস করা ইংরেজ প্রকৃতিতে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু হিন্দুরা ইহা করিতে কখন পারগ নহে।

—[illegible]দেশ হইতে যে সকল যুবক ইংলণ্ডে গমন করেন তাহাদের থাকার সুবিধার্থে হলকারের মহারাজ লণ্ডনে একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া দি[illegible]ছেন তিনি এই উদ্দেশে ৫০ হাজার টাকা দান[illegible]ছেন।

বোম্বাইয়ে ছয়জন ইংরাজ স্ত্রী ছয় জন পার- বিবাহ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ২টী স্ত্রী সৈ ভাগের একটি কর্ণেলের কন্যা।

১২ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৩ জন ওলাউঠায় এবং তিন জন বসন্তে।

—হকুলি নামক বোম্বায়ের একজন সিবিলিয়ান সাহেব তাঁহার কৃত একখান পুস্তকের মধ্যে হিন্দুদের সম্বন্ধে লিখেন যে "হিন্দুদের রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেনীর লোক অকৃতজ্ঞ, ভীত, অবিশ্বাসী এবং প্রতিহিংসাপরবশ।" আর মরার উপর খাড়া কেন?

—ইংলণ্ডের কোন জাহাজের একজন খালাসী মাস্তলের উপর হইতে পড়িবার সময় দাঁত দিয়া জাহাজের একগাছ কাছী ধরিয়া জীবন রক্ষা করে। তাহার কেবল দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

—মান্দ্রাজের গবর্ণরের স্ত্রী লেডী হোবার্টের সহিত সে প্রদেশের কোন কোন বেগম ও রানী সাক্ষাৎ করিতে যান। লেডী হোবার্ট তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

—সিমলায় তিনটী শিশু সন্তানের সর্দ্দিগরমিতে প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। এবার সিমলায় যখন এত গ্রীষ্মাধিক্য, তখন অন্যান্য স্থানে কি ভয়ানক গ্রীষ্ম পড়িবে।

—ওয়েট নামক কলিকাতাস্থ কোন এক এজেনসী হৌসের কর্ত্তা হঠাৎ পলায়ন করেন। এখন শুনা যাইতেছে যে, তিনি বোম্বাই হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন এবং তাঁহার শত শত পাওনাদার হায় হায় করিতেছে।

—জাঞ্জিবারের দাস ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য সার বারটল ফ্রিয়ার ইংলণ্ড হইতে তথায় প্রেরিত হন। জাঞ্জিবারের সুলতান উক্ত ব্যবসায় উঠাইতে সম্মত হন নাই। সার বারটল ফ্রিয়ার কাজেই তথা হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ড এইজন্য সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন কি না, কে জানে? যাহাহউক সার বারটল ফ্রিয়ারের মহৎ উদ্দেশ্য অন্য স্থলে কতকটা সফল হইয়াছে। মসকট ও মাকুল্লার ভুপতিরা তাঁহাদের রাজ্য হইতে উক্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—সিংহলদ্বীপে জন কয়েক কুলীর মনে বিশ্বাস হয় যে, কোন এক স্থানে বিস্তর ধন পোতা রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের গুরুর নিকট উক্ত ধন লইবার জন্য উপদেশ চায়। গুরু উপদেশ দেন যে কোন ব্যক্তির প্রথম জাত পুত্রকে বলিদান দিলে তাহারা ধন পাইবে। তাহাদের মধ্যে এক জনের একটী পুত্র ছিল। সে গুরুর এই কথা শুনিয়া ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। কিন্তু কিছুকাল পরে সে তাহার পুত্রকে পায় না। পরে পুত্রের মৃত শরীর এক জঙ্গলে দেখিতে পায়। অন্যান্য কুলীরা উক্ত পুত্রকে বলিদান করে। তাহারা ধন প্রাপ্ত হউক আর না হউক পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

—লক্ষ্ণৌয়ে সৈনিক বিভাগের একজন প্রধান ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়া মুদ্রাঙ্কন করিতেছেন। তিনি পঁচিশ বৎসর পরিশ্রম ও অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন অন্যান্য ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়াছে।

—মান্দ্রাজের মাজিষ্ট্রেট আত্ম গৌরব রক্ষণে ভারি যত্নশীল। তিনি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার কয় ব্যক্তি তাঁহার কাছারিতে জুতা পায় দিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের জরিমানা করেন। সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক কাছারির ঘরে থুথু ফেলিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ১টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। তাঁহার অন্য স্থানের ভ্রাতৃগণ এখন তাঁহার দেখাদেখি সেইরূপ গৌরবান্বিত না হইয়া উঠেন।

—আমাদের লেফটনাণ্ট গবর্ণর ১৫ই জুন পর্য্যন্ত দারজিলিংএ অবস্থিতি করিবেন।

—বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেনঃ—ফতুয়া থানার অধীনস্থ বিবিপুর গ্রামে ২৬এ মার্চ্চ তারিখে একটি খুন হইয়া গিয়াছে। খুনটী অতি শোচনীয়। চোরেরা আনুমানিক ত্রিশ শের ছোলা চুরি করিয়া লইয়া যাইতে ছিল; এমন সময়ে জিনিস রক্ষক চোর চোর বলিয়া গোলমাল করাতে চোরেরা জিনিস ফেলিয়া উক্ত জিনিস রক্ষকের ২।৪ লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণ নাশ করে ও অবশেষে পলাইয়া যায়। তিন দিবস পরে ৪ জনা ধরা পড়ে আর দুই জনা এপর্য্যন্ত পলাতক আছে। তাহারা ধরা পড়িয়া চুরি এবং খুন স্বীকার করিতেছে। চোরদিগের জাতিকুল অনুসন্ধান করায় জানা গেল যে তাহারা দোশাধ ও মুশর। ধাড়ি, দোশাধ এবং মুশর এই তিন জাতির ব্যবসায় চুরি। ইহারা চাস বাস কি ব্যবসায় কিছু জানেনা এবং বাটী ঘর করিয়া একস্থানে থাকে না। ইহারা জমিদারদিগের বড় প্রিয়। চুরি ডাকাইতি এবং মার পিট করিতে বড় পটু। এক্ষণে আমরা গবর্ণমেণ্টকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে এই সকল জাতি চাস বাস এবং বাটী ঘর করিয়া এক স্থানে থাকে এমত একটি হুকুম হইলে এদেশে চুরি অনেক কমিতে পারে।

সমালোচন।

বিজয় কুমারী নাটক। শ্রীশ্রীনাথ কুণ্ডী প্রণীত। লেখক সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, কিন্তু অভিনব ভাব কি রচনাচাতুর্য্য ইহাতে অতি কম দেখিতে পাওয়া গেল। যত্ন করিলে ইনি ভবিষ্যতে এক জন লেখক হইতে পারিবেন।

বীরাবলী কাব্য। রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত। এ পুস্তকখানি মাইকেলের বীরাঙ্গনার অনুকরণে লিখিত। অনুকরণ বটে কিন্তু গ্রন্থখানিতে নূতনত্ব আছে। এরূপ অনুকরণ তত দোষাবহ নহে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তিরস[illegible] সিন্ধু কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের নহে, জগতের ধর্ম্ম [illegible] গ্রন্থের মধ্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। [illegible] বাবু এই গ্রন্থ টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ [illegible]

করিয়া একটি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। অনু[illegible] উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

কবিতাহার, জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। হিন্দু মহিলা আমাদের নিকট অপরিচিতা নহেন। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার পত্রাবলী পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করি। তাঁহার কবিতাহার খানিও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সঙ্গিনীর বৈধব্য প্রস্তাবটি অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রস্তাবে "* * কুম্ভ শম্ভু শিরে পড়ে কল্ল কলে চরণটী শোভা পায় না।

স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ, কোন বঙ্গ মহিলা প্রণীত। পদ্য গুলি মন্দ হয় নাই, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীকে আমরা গদ্য লিখিতে অনুরোধ করি।

হালিসহর পত্রিকা। এখানি পূর্ব্বে একখানি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকা ছিল, এখন একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি ইহা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের হিতসাধন করিবে।

বঙ্গমিহির — মাসিক পত্র ও সমালোচন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু সূর্য্য কুমার ঘোষ, বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ খৃষ্টান লেখকদিগের সাহায্যে বাবু চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। এ খানি প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকা বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারন মনোরঞ্জন অন্যবিধ প্রস্তাবও থাকিবে। প্রথম সংখ্যা হইতে একটী উপন্যাস লেখা আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ইহার সম্পাদনের ভার লইয়াছেন তাঁহারা নিয়মমত লিখিলে, আমাদের বিশ্বাস যে বঙ্গ মিহির একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা হইয়া উঠিবে। "সাহেবী বাঙ্গালা" ও 'খৃষ্টানী বাঙ্গালার' জন্য দেশীয় খৃষ্টানদিগকে যে লোকে অপবাদ দিয়া থাকে সম্পাদক সে অপবাদটি ঘুচাইয়াছেন। বঙ্গমিহিরের ভাষা সরল ও সুমিষ্ট, "বাঙ্গালী বাঙ্গালা" হইয়াছে।

মহাপাপ বাল্য বিবাহ—মাসিক পত্রি[illegible] ইহার উদ্দেশ্য বাল্য বিবাহজনিত অনিষ্ট নিবারণ করা। এই "মহাপাপ" ঢাকাস্থ বিবাহ নিবারিণী সভা হইতে প্রকাশিত। ১ পয়সা।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ডুমুরিয়াস্থ জনৈক পাঠক—শোভনা গ্রামের ডাক বাক্স উঠান সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে একপত্র প্রকাশ হয়, পত্র প্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে উক্ত বাক্সের আয় কমিয়া যাওয়ায় সব-ইনস্পেক্টর বাবু উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। ডুমুরি[illegible] ডিঃ পোষ্টমাষ্টারের উহাতে কোন অপরাধ নাই।

অনুতপ্ত জনস্য—কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী। নগরের সদর মুন্সেফ বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ[illegible] ন্তরিত হওয়ায় পত্রপ্রেরক তাঁহার গুণানু[illegible] আক্ষেপ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক একস্থা[illegible] [illegible]ছেন "[illegible] এমন আর পাইব না" পত্রপ্রে[illegible] [illegible]ন মুন্সেফ বাবু "[illegible]"

আয় কর ও রোডসেস।

মহাশয়, বিদ্যানুশীলন সহকারে বঙ্গদেশে ক্ষণে সংবাদ পত্রের অভাব নাই। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, সংবাদ পত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য যে কি তাহা অনেক সম্পাদক জানেন না। সুতরাং তৎপ্রনীত সংবাদপত্র সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপে প্রচার হওয়াতে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

আয়কর উঠিয়া যাওয়াতে কতকগুলি ভাগ্যবান লোকের কিছু উপকার হইল, কিন্তু রথ্যাকর প্রচলিত হওয়ায় যে লক্ষ লক্ষ দুঃখী লোকের বাস্তবিক কষ্ট হইবে তাহাতে বিশেষ কোন কথাই নাই। এক দিকে কতিপয় সামর্থশালী লোকের আয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব দূরীকরণ অন্য দিকে অসংখ্য অক্ষম লোকের পীড়া। কিন্তু অবল, অবোল, নিরুপায়, সাহসহীন দুঃখী লোকের পক্ষে কে দাঁড়ায়?

রাজা, মহাজন এবং জমিদার সকলেই দুঃখী প্রজাকে লইয়া টানাটানি করেন। তাহাদের আর রক্ষা নাই। জমিদারদিগের দয়া দাক্ষিণ্য মহাশয়ের অগোচর নাই। আবার চলিত হইলে তৎসূত্রে মফংসলে যে কত অত্যাচার হইবে বলা যায় না।

সম্প্রতি আজিমগঞ্জ নিবাসী একজন জমিদার একটী ভয়ানক কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি প্রথমে জমা বৃদ্ধি করিতে যান, তাহাতে অক্ষম হইয়া এবং বল পূর্ব্বক প্রজাকে শাসন করিতে না পারিয়া অন্য এক জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে অভিযোগ হওয়ায় আদালত হইতে জমিদারের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করিতে আদেশ হইয়াছে। পরে কি হয় সত্বর সমস্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিব। লেপটনান্ট গবর্নর বাহাদুর দেশের সুশাসন করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন. কিন্তু এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণের উপায় কি?

আজিমগঞ্জ বশম্বদ
২২এ এপ্রেল। শ্রীকৃষ্ণকমল চট্টোপাধ্যায়।

মুল্য প্রাপ্তি।

... বাবু যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বাগবাজার		২
শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২
... একড়ী সিং	ত্রিবেণী	৪॥০
... প্রাণেশ্বর শর্ম্মা	গোহাটী	৮॥০
ক্ষেত্রমোহন সিং	রাজবাড়ী দিনাজপুর	৮
" শ্রীনাথ চৌধুরী	হরিপুর পাবনা	৩॥
" মুকুন্দলাল সরকার	মালঞ্চী	১॥০
সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	মুক্তাগাছা ময়মনসিং	৮
" কৈলাশচন্দ্র ঘোষ	ঢাকা	৮
" জোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর জোড়াশাকো		৬॥০
" তারিণীকান্ত জমিদার পাহাড়পুর		৮
" মুকুন্দলাল ভাদুড়ি পার্জ্জনা শাহাজাদাপুর		৩
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জয়রামপুর		৮
চন্দ্র কুমার গুহ, ফরিদপুর		৫
মে বেনরবো সাহেব, বরিশাল		৮
মধুসূদন ঘোষ, সিলাগড়		৮
... নীমাধব মিত্র, রংপুর		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

" গোপাল কৃষ্ণ হালদার ঠনঠনিয়া	৬॥০
" হরিমোহন সেন বৈঠকখানা	৩৸০
" কমলাপতি নাগ, বড়বাজার	৬॥০
" জন্মেঞ্জয় মুখর্য্যে, পটলডাঙ্গা	৬॥০
" কৃষ্ণধনবাগচী, বাগবাজার	৬॥০
" হরিশ চন্দ্র মজুমদার, শ্যামবাজার	৩৸০
" ঘোশাল গবিন্দ হড়, বহুবাজার	৬॥০
" হিরণ্ময় ঠাকুর, কলেজষ্ট্রীট	৩৸০
" জ্ঞানদাকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী, মির্জ্জাপুর	৬॥০
" প্রাণনাথ রায়, দর্জ্জা হাটা	৬॥০
" হারাধন মিত্র, শ্যামপুকুর	৩৸০
" দ্বারকা নাথ পত্রনবিশ, ঢাকা	৮
" গদাধর রায় হুগলী	৮
" রাম দয়াল ঘোষ, বেনেপুকুর	৩৸০
" হেমচন্দ্র লাহিড়ী, নেউগীপুকুর	৬॥০
" পুলিন চন্দ্র ভট্ট. বহুবাজার	৩৸০
" বলহরি দে চৌধুরী, জানবাজার	৬॥০
" কিশোরি মোহন বশাখ ঐ	ঐ
" রামময় ঘটক, বেণ্টিকষ্ট্রীট	৬॥০

Advertisements.

IMPORTANT NOTICE.

SIR WILLIAM JONE'S WORK.

The above work is to be issued in monthly parts Royal 8vo. size.—Price eight annas per part to subscribers, 12 annas for non subscribers. The first part is already in the press. Intending subscribers are requested to send their names to the undersigned or to the Proprietor of the Bentick Press, Nunko Jemadar's Lane, Bentick Street.

SIDHESHUR GHOSE,
Bengal Accountant's Office.

CALCUTTA AGENCY.

This Agency is established at Calcutta for the Rajas, Zemindars, Officers, Tradesmen and Gentlemen residing in Mofussil, in dealing at the Calcutta market. It undertakes to procure all articles from Calcutta and to execute orders of every description. The agency hardly say that it will make all dealings and transactions with as much interest as the parties themselves.

TERMS OF BUSINESS.

The Agency charges for small orders, commission at the rate of 5 per cent. On larger orders at 3 per cent. On goods and packages shipped or cleared at Calcutta at 2 per cent.

All extra costs will be borne by the parties themselves.

Remittances must invariably accompany orders. All communications and remittances to be made to the undersigned.

COLLEGE STREET,
Nemu Khansama's Lane No. 27. } BOSE & Co.
Proprietors.

বিজ্ঞাপন।

গ্রামবাসী পত্রিকা।

মাসিক পত্রিকা।

বর্ত্তমান বৈশাখ হইতে প্রতি সংক্রান্তিতে রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত হইবে।

[illegible]

... হইতে গ্রামবাসীগণে ... [illegible]

[illegible]

... এই পত্রিকায় চলিতবাঙ্গালা ভাষায় ...

সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইবে পত্রিকা সম্বন্ধীয় সমুদায় পত্রাদি ও মূল্য স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

রাণাঘাট
১লা বৈশাখ ১২৮০ } শ্রীগিরিশচন্দ্র ... কর্ম্মা

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.
(BEING ACT No. OF 1872.)
WITH
Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.
INTO WICH IS INCORPORATED
THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,
AND TO WHICH IS APPENDED
THE INDIAN OATHS ACT.
BY
KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.
Price Rs. 4.
To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office

THE NEW INDIAN GEOGRAPHY
or
A Guide to the Map of India.
Designed for Schools in India.
by
Kali Dass Mookerjea.
Head Master Gvt. School Faridpore.
Price Four Annas only.
To be had at Kader Nath Chatterjea's Book-Shop, 54, College Street, Calcutta.

ডাক্তর অন্নদাচরণ কাস্তগিরির
বিখ্যাত ওলাউঠার ঔষধ।
৯২ বৌবাজার ষ্ট্রীট।
কিম্বা ১৪ কলেজ স্কোয়ার মহালানবিশের নিকট।

ঐ রোগের যে যে লক্ষণ ও অবস্থায়, যে ঔষধ যে যে নিয়মে, ব্যবহার্য্য, তাহা ঔষধের প্রত্যেক পাকেট, বা সিসির উপর, বিস্তারিত লিখিত আছে।

রোগের আরম্ভ হইতে ঔষধ যত্নপূর্ব্বক ঠিক নিয়ম মতে খাওয়াইলে, নিশ্চয় উপশম হয়। মূল্য ১টাকা। ডাকে ১৵০।

অমৃত বাজার পত্রিকা
অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতা নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
একখণ্ড	।০	।৩০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।
প্রতি পংক্তি
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার ৴১০

গ্রাহকগণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধ আনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

বারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।